দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 MAY 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

# দেশী বই রপ্তানির উদ্যোগ ঃ শীঘ্রই জাতীয় গ্রন্থনীতি ঘোষণা

**আবদুল খালেক ঃ** সরকার শিগগিরই একটি জাতীয় গ্রন্থ নীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। দেশের পুস্তক প্রকাশনার মান উন্নয়ন, সুলভ মূল্যে পাঠকদের হাতে বই তুলে দেয়া, সৃজনশীল পুস্তক প্রকাশ, উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি, বইয়ের পাঠক সৃষ্টি, জনগণকে পাঠাভ্যাসে উৎসাহ প্রদান, দেশী বই রপ্তানিসহ প্রাসঙ্গিক প্রভিটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে এই পুস্তক নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। খবর বিশ্বস্ত সূত্রের।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে ঃ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসলামউদ্দীন মালিকের নেতৃত্বে বর্তমানে একটি কমিটি জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নের ব্যাপারে কাজ করছেন। ইতিমধ্যেই এই গ্রন্থনীতির খসড়া প্রণীত হয়ে গেছে। খসড়া গ্রন্থ নীতিটি নিয়ে এখন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পুস্তক প্রকাশক, ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিসেবী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীসহ এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে মত বিনিময় করছেন। বিদেশী কয়েকটি খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও কমিটি কথা-বার্তা বলার উদ্যোগ নিয়েছে। জানা গেছে, মাসখানেকের মধ্যেই খসড়া গ্রন্থনীতি চূড়ান্ত করা হবে। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের এই প্রথম জাতীয় গ্রন্থনীতি ঘোষণা করা হবে।

উল্লেখ্য, উন্নত বিশ্বসহ প্রায় প্রতিটি দেশেই জাতীয় গ্রন্থনীতি রয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কোন সরকারই গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করেনি। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ২২ ডিসেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় গ্রন্থ মেলার উদ্বোধনী

(আটের পাতায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## ঃ শীঘ্রই জাতীয় গ্রন্থনীতি —

গ্রন্থনীতি প্রণয়নের দাবী জানিয়ে আসছেন। বাংলা একাডেমীর গত ২১ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছেও আমরা এই দাবী জানিয়েছি।

তিনি বলেন, অতীতে এরশাদ সরকারও অনুরূপ একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু উক্ত কমিটিতে সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এবং সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত সাংস্কৃতিক কমিশনের রিপোর্ট গণদাবীর মুখে বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছে একটি বাস্তব জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নের জন্য আমরা অব্যাহতভাবে দাবী জানিয়ে আসছি। জনাব গনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই নীতি প্রণীত হলেই জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

জনাব গনি প্রকাশনা শিল্পের বহুমুখী সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, এ দেশের প্রকাশকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক। সরকার প্রকাশনা খাতকে শিল্পের মর্যাদা না দেয়ায় সৃজনশীল ও উন্নতমানের পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই শিল্পের জন্য কোন পুঁজি বা ব্যাংক ঋণের কোন সরকারী নীতি এবং ব্যবস্থা নেই।

তিনি জানান, সরকার ভারতে যে কাগজ রপ্তানি করছে সে কাগজ কলকাতার প্রকাশকরা কলকাতার বাজার থেকে প্রতি রিম বাংলাদেশী ৪০০ টাকায় কিনছেন। অথচ বাংলাদেশের প্রকাশকদের এই কাগজই প্রতি রিম ৬৮০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। তাছাড়া অন্যান্য মুদ্রণ সামগ্রীর দামও অস্বাভাবিক। ফলে প্রকাশকদের একদিকে যেমন মোটা অংকের টাকার পুঁজির দরকার হয়—তেমনি পাঠকদের কাছেও ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী সুলভে বই বিক্রি করা যাচ্ছে না।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কলকাতার বইয়ে বাংলাদেশী বাজার ছেয়ে আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কলকাতার প্রকাশনা শিল্পের অকল্পনীয় বিকাশ ঘটেছে এবং প্রতিটি প্রকাশনা হাউজই রমরমা ব্যবসা করছে। স্বাধীনতার পর কলকাতা ও ভারতীয় বইয়ের এতবড় বাজার একমাত্র বাংলাদেশেই সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে এসব প্রকাশনা হাউজ কোনমতে চলতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সরকারী একটি সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ প্রতি বছর ১৮ কোটি টাকার বই আমদানি করে থাকে। বেসরকারী হিসেবে এটা দ্বিগুণেরও বেশী। অথচ তার বিপরীতে বাংলাদেশ বছরে সর্বাধিক মাত্র ২০ লক্ষ টাকার বই রপ্তানি করে থাকে। অবশ্য এই হিসেবটা অনুমানভিত্তিক। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এর কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সরকারী পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের জন্য বই কেনার বাজেট একেবারেই অপ্রতুল। চলতি অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীসহ দেশের ৬৫টি সরকারী পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য মাত্র ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রতিটি লাইব্রেরী বরাদ্দকৃত এই নগণ্য অর্থে বছরে তিনশ'র বেশী বই কিনতে পারে না। পর্যবেক্ষক মহল এই বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন।

### বেসরকারী পাঠাগার পুনর্বাসন প্রকল্প

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন জেলা, উপজেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব বেসরকারী গণপাঠাগার রয়েছে সে সবের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে মাসখানেক আগে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। পাঠাগারগুলোর জীর্ণ ভবন মেরামত, আসবাবপত্র ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বই ক্রয়ে এই টাকা ব্যয় করা হবে। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রকে এই পুনর্বাসন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, এই প্রকল্পের অধীনে প্রথম পর্যায়ে ৭৫টি বেসরকারী গণপাঠাগারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগামী মাসের মধ্যেই এই ৭৫টি পাঠাগারকে ২৯ লক্ষ টাকার বইপত্রসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হবে।